সংবাদ

তারিখ ... ৬।৯।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ...

সমস্যাজর্জরিত বদরগঞ্জ কলেজ।।
শিক্ষকদের ১০ মাসের বেতন বাকি

পার্বতীপুর (দিনাজপুর), ৩রা সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— পার্বতীপুর থেকে দশ মাইল পূর্বে অবস্থিত বদরগঞ্জ উপজেলার একমাত্র কলেজটি আজ ধ্বংসের পথে। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হবারপর দীর্ঘ ১৬ বছরেও কলেজে সামান্যতম উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি বরং সর্বত্রই সমস্যা আর সমস্যা। কলেজে স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ নিয়োগে কর্তৃপক্ষের দীর্ঘসূত্রিতা, প্রশাসনিক অযোগ্যতা, ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকদের মধ্যে কোন্দল, আর্থিক দৈন্য, ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাল্পতাসহ বিভিন্নমুখী সমস্যায় জর্জরিত এই কলেজ।

দীর্ঘ এক দশকেও স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়নি। এ পর্যন্ত বিভিন্ন অধ্যাপক অস্থায়ীভাবে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ফলে বার বার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পরিবর্তন হওয়ায় গড়ে উঠছে না সুষ্ঠু ও গতিশীল প্রশাসন। তবে বর্তমানে অধ্যক্ষ নিয়োগের চেষ্টা চলছে। এ সম্পর্কে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, অধ্যক্ষ পদের জন্য সম্প্রতি ৫ জন প্রার্থী দরখাস্ত জমা দেন। এদের মধ্যে ২ জন বদরগঞ্জের এবং বগুড়া, রাজশাহী ও মিঠাপুকুরের ১ জন করে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ইন্টারভিউ কার্ড পাঠাতে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরী করায় দরুন বদরগঞ্জের বাইরের ৩ জন প্রার্থী ইন্টারভিউয়ের তারিখে হাজির হতে পারেননি। উল্লেখ্য, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিজেও একজন প্রার্থী।

কলেজে বর্তমানে তীব্র অর্থ সংকট বিরাজ করছে। আয়ের উৎস থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও উদাসীনতার কারণেই এই সংকট তীব্রতর হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। কলেজের নিজস্ব ১২ একর ২৩ শতক আবাদী জমি ও ১টি পুকুর রয়েছে। জমিতে চাষাবাদ ও পুকুরটি সংস্কার করে মাছ চাষ করা হলে প্রতিবছর মোটা অংকের টাকা আয় করা সম্ভব হতো। প্রশাসনিক খরচ ও শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন বাবদ প্রতি মাসে প্রয়োজন ১৪ থেকে ১৫ হাজার টাকা। সেখানে ছাত্রদের বেতন, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগৃহীত চাঁদা ও সরকারী সাহায্য নিয়ে সর্বসাকুল্যে প্রতি মাসে আয় হয় ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা। এতে খরচ কুলায় না। ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। অর্থাভাবের দরুন কলেজের ১৮ জন শিক্ষক গত ১০ মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না।

অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কার না হওয়ায় শ্রেণীকক্ষগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা, চারদিকে পুরাতন চাটাই ও উপরে টিন দিয়ে তৈরী শ্রেণী কক্ষগুলো। টিনে অসংখ্য ছিদ্র থাকায় বর্ষাকালে পানি পড়ে কাঁচা মেঝে স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়। কয়েকটি কক্ষে কিছু নড়বড়ে চেয়ার-বেঞ্চ রয়েছে। তবে অধিকাংশ কক্ষে চেয়ার-বেঞ্চের বালাই নেই। ছাত্রছাত্রীদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। ছাত্রদের জন্য কমনরুম নেই। অবসর সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করতে হয় তাদের। বাথরুমও নেই কলেজে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। হোস্টেল নেই, ফলে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই কষ্ট করে যাতায়াত করতে হয়। মেয়েদের কমনরুমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ নেই। এ কারণে দাঁড়িয়ে সময় কাটাতে হয়। বাথরুমের কাজ দীর্ঘদিন থেকে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কলেজের লাইব্রেরীতে কিছু বইপত্র রয়েছে, তবে সেখানে বসে পড়াশুনা করার তেমন সুযোগ নেই। কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হতাশাব্যঞ্জক। বর্তমানে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে ১৪৭ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়েই চলছে কলেজটি। কলেজের খাতাপত্রে ডিগ্রী ক্লাসে ১৭ জন ছাত্রছাত্রীর নাম উল্লেখ থাকলেও তাদের ক্লাসের হাজিরা খাতায় নাম নেই। কলেজে শিক্ষকদের মধ্যে কোন্দল রয়েছে।

কলেজে পড়াশুনার মান অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৮২ সালে ১৮৫ জন এইচ, এস, সি পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ৫ জন. পাসের হার ২.৭০ ভাগ।

বিভিন্ন ক্লাসে উপস্থিতির সংখ্যা একেবারেই কম, ২৯শে আগষ্ট ২য় বর্ষ কলা বিভাগে দেখা গেল ৫৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উপস্থিত আছে মাত্র ১২ জন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার শ্রী মুরারী মোহন দত্ত কলেজে বর্তমান দুরবস্থার কথা স্বীকার করে বলেন, এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

00 034